দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 JUL 2012
পৃষ্ঠা

ইউজিসির নীতিমালা-সুপারিশ মানছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

শিক্ষাবহির্ভূত খাতে ব্যয় বেশি

■ নিজামুল হক

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বহির্ভূত খাতের চেয়ে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, নীতিমালা মেনে জনবল নিয়োগ, বিদ্যুৎ ও পরিবহন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে—বেশ কয়েক বছর ধরে এমন কিছু সুপারিশ করা হয়ে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে। কিন্তু এসব সুপারিশের কোনটিই আমলে নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আর ইউজিসিও এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার করছে। পুরনো চারটি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ দিয়ে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষমতা মঞ্জুরি কমিশনের নেই। ইউজিসির সচিব মোহাম্মদ খালেদ বলেন, এ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উচ্চশিক্ষা কমিশনের খসড়া ইতিমধ্যে ইউজিসি অনুমোদন দিয়েছে।

গত ২ জুলাই জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রী ইউজিসির সর্বশেষ (৩৭তম) বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে সাধারণ আনুষঙ্গিক ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৭ শতাংশ এবং শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় হয়েছে ১২ শতাংশ। বাজেট বহির্ভূতভাবে জনবল নিয়োগ দেয়ার কারণে এমনটি হচ্ছে। এছাড়া পদোন্নতি-আপগ্রেডেশনের জন্য কমিশন থেকে যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, তা অনুসরণ না করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব নমনীয় নীতিমালার মাধ্যমে পদ সৃষ্টি, পদোন্নতি-আপগ্রেডেশন ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করে থাকে বলে কমিশন তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

ইউজিসির নীতিমালা-সুপারিশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইউজিসি জানায়, বিগত বছরগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদনেও এসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিষয়টি আমলে নেয়নি বলে ইউজিসি সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিদ্যুৎ খাতে খরচ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবাসিক শিক্ষক-কর্মকর্তার কাছ থেকে পিডিবির নির্ধারিত রেটের চেয়ে কম রেটে (ভর্তুকি প্রদান করে) বিদ্যুৎ বিল আদায় করা হচ্ছে। ফলে এ বিপুল অঙ্কের ভর্তুকি প্রদানের কারণে বাজেটের উপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এ খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক বলে ইউজিসি মনে করে।

ইউজিসির তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য নিজস্ব পরিবহনের ব্যবস্থা আছে। এ খাতে খরচের পরিমাণ প্রতি বছরেই বৃদ্ধি পাচ্ছে । এ খাতে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ খুবই সামান্য। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা না থাকাতে সাধারণ আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ বিষয়ে ইউজিসির এক কর্মকর্তা বলেন, প্রতিবছরই এ বিষয়ে পরিবহন ব্যয় কমানোর তাগিদ দেয় ইউজিসি। কিন্তু এসব সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানছে না।

এছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সুস্পষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। ফলে ভর্তি ফি, টিউশন ফি এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাছাড়া ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উচ্চহারে ফি নিয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে।